🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers

📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

🏆 ১৮,০০০+ ছাত্রছাত্রীর ভরসা — পশ্চিমবঙ্গের ১ নম্বর বাংলা প্ল্যাটফর্ম

WBCS Descriptive বাংলা | সম্পাদককে পত্র

বিষয়: নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও জনজীবনের দুর্ভোগ

মান: ৪০ **ফরম্যাট:** আদর্শ খসড়া উত্তর

💡 **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** ছাত্রছাত্রীদের কাছে যাতে বিষয়টি সংক্রান্ত সর্বাধিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় পয়েন্ট পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যে এখানে শব্দসংখ্যা কিছুটা বেশি রেখে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী এটি সংক্ষেপ করে লেখা যেতে পারে।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০০০১

বিষয় : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের জীবনসংকট

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করতে চাই। আশা করি, আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব না।

"অন্নের সংস্থানই মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।" অথচ বর্তমান সময়ে দিনের পর দিন যেভাবে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ধনী মানুষের ওপর বিশেষ প্রভাব না পড়লেও গরিব ও সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, চাহিদার তুলনায় জোগানের ঘাটতি প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। এর পাশাপাশি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম মজুতদারি ও কালোবাজারিও অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির আগুনকে আরও তীব্র করে তুলছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজারে যে তীব্র সংকট নেমে এসেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো চাল, ডাল, তেল, চিনি, শাকসবজি, মাছ ও মাংস থেকে শুরু করে প্রতিটি কৃষিজ পণ্যের আকাশছোঁয়া দাম। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-আয়ের মানুষগুলি ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। তাঁদের অবস্থা এখন এমন যে, 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'। সীমিত আয়ের পরিবারে যেখানে দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা মেটানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এই ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বাজারের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যও ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংগঠন এর প্রতিবাদে সরব হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও মেলেনি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই লাগামহীন প্রবণতায় নিয়ন্ত্রণ আনতে সরকারকে আরও কঠোর, কার্যকর ও নিয়মিত বাজার নজরদারি চালাতে হবে। মুনাফাবাজ মজুতদাররা যাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে, সেজন্য প্রশাসনকে 'টাস্ক ফোর্স'-এর মাধ্যমে প্রতিটি পাইকারি ও খুচরো বাজারে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে ভর্তুকি মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবেই মূল্যবৃদ্ধির যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।

"জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মুখে স্বস্তির হাসি ফোটানো।" তাই সাধারণ মানুষের ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান সুরক্ষিত রাখা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পাশাপাশি সমাজকল্যাণেরও প্রাথমিক শর্ত।

স্থান — ক
তারিখ — ২০.০৩.২০২৬

বিনীত,
খ

নিয়মিত আলোচনা ও ফ্রি স্টাডি মেটেরিয়ালের জন্য যুক্ত থাকুন:
👍 WBCS Bengali Compulsory Paper (18,000+ Followers)
অফিসিয়াল পোর্টাল: banglabakaran.com | WhatsApp হেল্পলাইন: 8537872204

WBCS Bengali Compulsory Paper | Notes + Current Topics Access ₹8.33/month (₹100/year) | WhatsApp: 8537872204